# সময়ের সাথে চলি – ৩

মাহমুদা রুনু

দিনটা ছিল ১৩ই মে। সারাবিশ্ব পালন করেছে মা দিবস। আমরাও।
সকালে ঘুম থেকে উঠে গেলাম "GOOD MORNING BANGLADESH, CANCER COUNCIL OF NSW" আয়োজিত FUND RAISING BREAKFAST এ যোগ দিতে। সিডনিতে কারোই অজানা থাকবার কথা নয় এক অনন্য ডঃ আব্দুল হক পরিবারের প্রায় একযুগ সাধনার বিরল একাগ্রতার কথা। সেটাই এই অনুষ্ঠান, ডঃ আব্দুল হক যিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রকৌশলী। তার সাথে আছেন একজন বিশাল হৃদয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আয়াজ চৌধুরী।

মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেন দান করেন এই সকালের বিশেষ আয়োজনে। এর অন্যতম মাত্রা যেটা বাঙ্গালী সমাজের জন্য বিশেষ আনন্দের কারণ - আমরা অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার জনহিতকর মহতী এই কাজে ডঃ আব্দুল হকের সাথে একাত্ম হোয়ে যাই "মানুষের জীবনের জন্য"। সেদিনের আয়োজন আরও একটি মাত্রা যোগ করেছিল যেটা ছিল একজন অসহায় নারীকে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আবেদন। ডাঃ আয়াজ চৌধুরী যখন সেই ২৭ বয়সী সাম্মি হক মুন্নিকে সকলের সামনে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং চাইলেন সকলের সহযোগিতা এমন আন্তরিকভাবে - দেখলাম হলের অনেকের চোখ ভিজে আছে সহমর্মিতায়। সেদিনের মা দিবস অনেক গুনে অর্থবহ হয়েছে কারণ মুন্নির কোলে ছিল তার একবছর বয়সী একজন কন্যা নাম তার রাইয়া। সেই মাকে বাচাতে হবে এই রাইয়ার জীবনের জন্য। আমাদের সকলের আন্তরিক ভালবাসা, দোয়া রইল এই অসুস্থ মুন্নির জন্য। আমরা এই তরুণী মাকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম সম্ভাব্য সকল স্তরের বন্ধু স্বজনের কাছে ইমেইলে, ওয়েবসাইটে। সাড়া পেয়েছি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ভাবে। মানুষইতো দাঁড়াবে মানুষের পাশে, সেটাইতো স্বাভাবিক। আর এই মানুষের ভালোবাসার মাঝেইতো মানুষের বেঁচে থাকা।

সেই একই জায়গায় আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছিল সেদিন বিশেষভাবে আমার জন্য। একজন পাঠক এই সামান্য একজন কবি/কলাম লেখক/একজন কবিতা বিকেল নামক পরিবারের কর্ণধার কে জানালো তার শ্রদ্ধা-সম্মান একেবারে মাথা নত করে। জানালো তার প্রত্যাশার কথা, দেশের জন্য তার সীমাহীন আকুতির কথা। বিশেষ অনুরোধ করলো তার কথাগুলো আমি যেন লিখি কলাম আকারে। আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি আরও একবার অভিভূত হলাম। আমার মাথা নত হোয়ে এলো এই প্রবাসের উচুস্থানীয় একজন দেশপ্রেমীর শ্রদ্ধায়, আমার চোখ ভিজে এলো আরও একবার - মানুষের আন্তরিক সৌজন্যের অসীমতায়।

বাঙ্গালী সহস্র দিন-রাত্রি উন্নত বিশ্বের সকল পাওয়ার মাঝে থেকেও তার মনে শান্তি নেই। সে শুধুই ভাবে তার জন্মভূমির কথা, সেই দেশটার অবক্ষয় তাকে কষ্ট দেয়, সেই দেশটার আনন্দ তাকে দেয় প্রশান্তি, সেই দেশটার সামান্য উন্নয়নের নিশানা তাকে দেয় আরও কিছুদিন বেশী করে বাচার প্রেরণা যেন এ জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারে আকাঙ্ক্ষিত সব পাওয়া।

সেই সম্মানিত বাঙ্গালী সুহৃদ যিনি নিজেকে আঞ্জু বলে পরিচয় দিলেন, নিজেকে তার সামনে খুব কিংকর্তব্যবিমুঢ় ও অসহায় বলে মনে হোল। কি সব আপন মনের কথা লিখি আপন হৃদয়ের ভাষা

দিয়ে, তাই নিয়ে এই অসামান্য দেশপ্রেমিক মানুষগুলো আশাহ্নিত হন উদ্দীপিত হন আকাঙ্ক্ষিত হন । যেন আরও বেশী করে তাদের মনের কথা লিখতে পারি কবিতার ভাষায় কথায়। কিন্তু কিছুই তো পরিবর্তন করতে পারিনা এই কলমের চেষ্টায় । কি লাভ???

মানুষ নিখোঁজ হোয়ে যায় অবলীলায় । বুকের মাঝে সাঁড়াশী বেধে পরিবারের প্রিয়জনেরা অপেক্ষায় থাকেন দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর । তারপর একদিন সেই প্রিয় মানুষটির না-থাকায় অভ্যস্ত হোয়ে যান পরিবার স্বজন । এ কেমন বিভীষিকা ? এ কেমন দুঃসহ সমাজ-সভ্যতা?

আমি কবিতা নিয়ে একটা ছোট দল করেছি যেটার নাম “কবিতা বিকেল” । উদ্দেশ্য কবিতার মাঝে বাংলাদেশের কথা বলা, দেশের কথা ভাবা, দেশের সাথে নিজের আত্মাকে বিনি সুতোয় গেঁথে রাখা। কবিতা বিকেল এর বয়স এখন পাঁচ । এই পরিবারের সদস্যদের মাঝে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আছেন চিকিৎসক, আছেন প্রকৌশলী, আছেন কম্পুটারকৌশলে বিশেষজ্ঞ, আছেন আইনজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী ইত্যাদি। সকলেই অরোধ্য কবিতা-প্রেমী । এই পরিবারের যারা চল্লিশোর্ধ তাদের জন্য বাংলা কবিতা প্রীতি/প্রেম অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হোলেও আমাদের সাথে যে একঝাক তরুণ তরুণী আছে যারা ব্যান্ডের গান/আধুনিক প্রমোদ/রাজনীতি এইসব সহজলভ্য অতিমাত্রায় আনন্দদায়ক বিনোদন ছেড়ে বাংলা ভাষার বাংলা কবিতার আকর্ষণে দুমাস অন্তর জড়ো হয় । মনের গহীনের আকুতি দিয়ে কবিতা নিয়ে কথা বলে কবিতা লিখে । আমি সত্যিই অবাক বিস্ময়ে ওদেরকে দেখি পরম স্নেহ নিয়ে সদাই চেয়ে থাকি আর ভীষণ আস্থা  নিয়ে কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হই । ওরা নতুন কিছু দিচ্ছে দিতে চাচ্ছে পরম আগ্রহ নিয়ে। এখানেই কবিতা বিকেল অনন্য, অদম্য । এই লেখার মাঝে আমি এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েগুলোকে আমার প্রাণের গভীরের ভালবাসা দিতে চাই নতুন করে । আর শ্রদ্ধা কবিতা বিকেল পরিবারের সেই সকল শ্রদ্ধেয় গুরুজন-বন্ধু-স্বজনদেরকে যারা এই পাঁচ বছর কবিতা বিকেলকে ভালবেসেছেন তাদের হৃদয় দিয়ে ।

এইতো আমার সময়ের কথা ।
মানুষ মানুষের জন্য
সময় স্রোতের ধায়ে বন্য ।
জীবনের প্রতিক্ষণের অভিজ্ঞতা অনন্য
গুনি জনের বিপুলতায় প্রতিরোজ ধন্য ।
প্রতিদিনের সূর্য বয়সকে দেয় আরও একদিনের প্রলম্বিত স্বাদ অন্য
এক, কবিতা বিকেল হোক সকলের ভালবাসায় ধন্য ।
যুগে যুগে কবিতা বিকেল হোক বরেণ্য, সকলের স্নেহধন্য ।

১৫ই মে ২০১২